কলকাতা উচ্চ আদালত

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার

উপস্থিতঃ মাননীয় বিচারপতি শ্রী শুভেন্দু সামন্ত

সি.আর.আর. নম্বর – ২০১৮ সালের ২৭১৪

সঙ্গে

আই এ নম্বর ২০১৯ এর সি আর এ এন ২

বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রে

কৌশিক কুমার কার এবং আরেকজন

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারীদের জন্যঃ **শ্রী মিলন মুখার্জি, আইনজীবী,**
শ্রী বিশ্বজিৎ মান্না, আইনজীবী,

রাজ্যের জন্যঃ **শ্রী নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়াল, আইনজীবী,**

শ্রী প্রতীক বসু, আইনজীবী।

বিচারঃ **১৮.১১.২০২৩**

<u>বিচারপতি , শুভেন্দু সামন্ত-</u>

এটি ফৌজদারি কার্যবিধি অধিনিয়মের ৪৮২ ধারার অধীনে একটি আবেদন যা ২০১৮ সালের ৭৫ নং এমপি মামলার সাথে সম্পর্কিত অতিরিক্ত মুখ্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বিধাননগর কর্তৃক ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরের ১ শতাংশ তারিখের একটি আদেশের বিরুদ্ধে পছন্দ করা হয়েছে যার ফলে বিধাননগর দক্ষিণ পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শককে বিপরীত পক্ষের ২ নং অভিযোগের অভিযোগকে প্রথম তথ্য হিসাবে বিবেচনা করে তদন্ত পরিচালনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মামলার সংক্ষিপ্ত সত্যটি হল যে আবেদনকারী নং ১ এবং ২ হলেন সর্বশ্রী এনসি প্রিন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক যারা বিভিন্ন সরকারি সংস্থার জন্য গোপনীয় নথি মুদ্রণের ব্যবসায় নিযুক্ত। আবেদনকারী নং ৩ আবেদনকারী নং ১-এর ব্যবসায়িক সহযোগী কিন্তু কোম্পানির সাথে যুক্ত নয়।

বিপরীত পক্ষ নং ২ কোম্পানির প্রাক্তন কর্মচারী ছিলেন এবং অভিযোগ করেছিলেন যে কোম্পানির প্রাথমিক কাজটি বিভিন্ন বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, কমিশন ইত্যাদির প্রশ্নপত্র ফাঁসের চারপাশে ঘোরে। বিপরীত পক্ষ নং ২ ২০১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞ এসিজেএম বিধাননগরে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে বর্তমান আবেদনকারীদের ব্যবসার সাথে অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে ২০১৮ সালের ৩০শে আগস্ট আইসি বিধাননগর দক্ষিণের মাধ্যমে পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে। ফলস্বরূপ বর্তমান আবেদনকারীরা বিপরীত পক্ষ নং ২-কে হত্যার হুমকি দিয়েছিল। আবেদনকারী আবেদনকারীর এই ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অভিযোগের মাধ্যমে বিষয়টি জানিয়েছিলেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে তখন থেকে বিরোধী পক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল এবং ৩১শে আগস্ট, ২০১৮-এ সুকান্ত নগর এলাকায় তাকে আক্রমণ করা হয়েছিল। তদনুসারে তিনি দিয়ে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যান ফৌজদারি কার্যবিধি অধিনিয়মের ধারা ১৫৬ (৩)-এর অধীনে একটি প্রার্থনা।

এই ধরনের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে বিতর্কিত আদেশ জারি করেন এবং আই. সি. বিধাননগর দক্ষিণ পুলিশ স্টেশনকে অভিযোগের উক্ত আবেদনটিকে এফ. আই. আর. হিসাবে বিবেচনা করার পরে তদন্ত করার নির্দেশ দেন।

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আপত্তিকর আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে তাৎক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে বর্তমান উত্তরদাতা পক্ষ নং ২ আবেদনকারীর সংস্থার প্রাক্তন কর্মচারীদের মধ্যে একজন। অভিযোগের আবেদনে করা অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৩ (৩) এর অধীনে পিটিশনটি কোনও আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না। অভিযোগটি উদ্দেশ্যমূলক এবং একজন প্রাক্তন কর্মচারীর দ্বারা দুর্বোধ্য।

আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত আইনজীবী আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট **প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তব বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০১৫) ৬ এস. সি. সি. ২৮৭-এ** গৃহীত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকাকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বিপরীত পক্ষের ২ নং পক্ষের অভিযোগ প্রেরণ করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট আই. সি-কে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের প্যারামিটারগুলি পাস হয়েছে **প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তব বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে (উপরে)** অনুসরণ করা হয়নি। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটি নয়

অভিযোগের আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে উত্তরদাতা পক্ষ নং ২ ২০১৮ সালের আগস্টের ৩০ তারিখে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি বা অভিযোগ নথিভুক্ত করেছে কিনা।

এই ক্ষেত্রে ওপি নম্বর ২ আইসি-র কাছে ৩০.০৮.২০১৮ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৪ (১)-এ অভিযোগ করার পরে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৪ (৩)-এর অধীনে অভিযোগ জমা দেয়নি। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৬ (৩)-এর বিধানটি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৪ (১) এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৪ (৩) -এর অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ না করে আহ্বান করা যাবে না। ২০১৮ সালের ৩০শে আগস্ট তারিখে অভিযোগটি কীভাবে থানার কাছে দায়ের করা হয়েছিল তার কোনও বিবরণ নেই।

আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জমা দিয়েছেন যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করার যোগ্য এবং পুরো ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা দরকার।

রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করছেন যে বর্তমান আবেদনকারী নং ১ চোলাপুর থানা (উত্তর প্রদেশ বারাণসী) -এ প্রশ্নপত্র ফাঁসের একই ধরণের অপরাধের বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী রাজ্যের পক্ষে আরও দাবি করছেন যে তদন্তের সময় আইও কর্তৃক পর্যাপ্ত সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আপত্তিহীন আদেশটি একটি বক্তব্যমূলক আদেশ এবং উক্ত আদেশের কোনও অসঙ্গতি নেই। তাই এটি বাতিল করা যাবে না।

বিজ্ঞ আইনজীবী কথা শুনেছেন।

বিষয়বস্তুগুলি পর্যালোচনা করেছেন এবং বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত আদেশটিও পর্যালোচনা করেছেন।

প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তব বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যরা (উপরে উল্লিখিত)-এর একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে এফআইআর নিবন্ধনের জন্য নির্দেশ চেয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৬ (৩)-এর অধীনে একটি আবেদন অবশ্যই একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৪ (১) এবং ধারা ১৫৪ (৩)-এর অধীনে পূর্ববর্তী আবেদনটি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৬ (৩)-এর অধীনে একটি পিটিশন দায়ের করার সময় বিদ্যমান থাকতে হবে। এবং এই দিকগুলি আবেদনটিতে ধারা ১৫৬ (৩)-এর অধীনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নথিগুলি দাখিল করতে হবে।

প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তবের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা এই মামলার এই লার্নড ম্যাজিস্ট্রেট অনুসরণ করেছেন কিনা তা আমাকে বিবেচনা করতে দিন। মনে হয় যে অভিযোগের আবেদনটি ওপি নং ২-এর একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, এইভাবে প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তবের প্রথম মানদণ্ড মেনে চলা হয়েছে।

অভিযোগের আবেদনে অভিযোগের তাত্ক্ষণিক পিটিশন দায়ের করার আগে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করার বিষয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পাস করার সময় অভিযুক্ত আদেশটি সেই প্রভাবের জন্য নথিগুলি ব্যবহার করেছে যা পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করার আগে বানান করে।

আমি এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে ধারা ১৫৪ (৩)-এর বিধান তখনই উদ্‌ভূত হয় যখন পুলিশ কর্তৃপক্ষ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৪ (১) -এর অধীনে অভিযোগ নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করে। এই ক্ষেত্রে অভিযোগকারী তার অভিযোগের আবেদনে বলেছেন যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ অভিযোগটি পেয়েছে; সুতরাং সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৪ (১)-এর বিধান অনুযায়ী অস্বীকার করে না।

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট নথি সহ অভিযোগের আবেদনকারীকে দেখেছেন এবং মতামত দিয়েছেন যে লতিকা কুমারী এবং প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তবের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশগুলি মেনে চলা হয়েছে। আমি বিতর্কিত আদেশ পাস করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুসন্ধানে কোনও দুর্বলতা খুঁজে পাই না।

প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তব (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৬ (৩)-এর অধীনে একটি আবেদনকে নিয়মিতভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার এবং তদন্তের জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে তা পাঠানোর নৈমিত্তিক অনুশীলনের বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করেছে। প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তব মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সামনে মামলাটি বর্তমান মামলার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। উপরন্তু, আমার কাছে মনে হয় যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট পুলিশের কাছে অভিযোগের আবেদনটি পাঠানোর ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন তদন্তের জন্য কর্তৃপক্ষ।

আমি তাৎক্ষণিক ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না কারণ এটি যোগ্যতাবিহীন।

উপসংহারে তাৎক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধন খারিজ করা হয়।

সিআরআর নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সংযুক্ত সিআরএএন আবেদঙ্গুলি যদি মুলতুবি থাকে তবে সেগুলিও নিষ্পত্তি করা হয়।

তাৎক্ষণিক ফৌজদারি সংশোধনের বিচারাধীন থাকাকালীন এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো স্থগিতাদেশের আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল।

সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে স্বাভাবিক শর্তাবলী অনুসারে রায়ের সার্ভার কপি এবং জরুরি সার্টিফাইড কপি গ্রহণ করতে হবে।

(বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal